

111836 - মুসলিমি খলফিয়ার দায়িত্ব গ্রহণ পদ্ধতি

প্রশ্ন

প্রশ্ন: ইসলামী রাষ্ট্র কভিবে পরিচালিত হত? ইসলামের প্রথম যুগে শাসন পদ্ধতি কমন ছিল?

প্রতি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

মুসলিমি শাসকের কর্তব্য হচ্ছে- রাষ্ট্রীয় বড় বড় পদে জন যথাপোযুক্ত ব্যক্তিদেরকে দায়িত্ব দো। অনুরূপভাবে- আলমে সমাজ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবিগে সমন্বয়ে একটি মজলিসে শুরা বা পরামর্শসভা গঠন করা। সাধারণ মানুষ বা চাটুকারদের এ পরিস্থিতি স্থান দো উচিত নয়। এটা করলে তারা তাদের আত্মীয়স্বজন বা দলীয় লোক বা যে ব্যক্তি বিশেষি অর্থ প্রদান করবে সেসব লোকদের দায়িত্ব দবি।

শাইখ সালেহ বনি ফাওয়ান আল-ফাওয়ান বলেন: খলফিয়ার নীচে যেসব পদ রয়েছে সেসব পদে নিয়োগ দোয়ার অধিকার খলফিয়ার। খলফি যোগ্য ও আমানতদার ব্যক্তিদের নির্বাচন করবেন এবং তাদেরকে সেসব পদে জন নিয়োগ দবিনে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশে দিচ্ছেন যারা আমানত ধারণে যোগ্য তাদেরকে আমানত দবি। আর যখন মানুষের মাঝে ফয়সালা করবে তখন ন্যায্যভাবে ফয়সালা করবে।” এ আয়াতে কারীমাতে শাসকবর্গকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর আমানত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও পদসমূহ। আল্লাহ তাআলা শাসকের কাছে এটাকে আমানত রেখেছেন। যোগ্য ও বিশ্বস্ত লোককে এসব পদে জন নির্বাচন করা হলে এ আমানত যথাযথভাবে আদায় হবে। যমেনভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরবর্তীতে খোলাফায় রাশদীন যারা এসব পদে জন যোগ্য ও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম তাদেরকে এসব দায়িত্বের জন নির্বাচন করতেন। বর্তমান যামানায় পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে নির্বাচন পদ্ধতি চালু আছে এটি ইসলামী পদ্ধতি নয়। এসব নির্বাচন বিশৃঙ্খলা, ব্যক্তিগত পছন্দ, স্বজনপ্রীতি ও লোভ-লালসার কন্ড্রবন্দি। এসব নির্বাচনে গণ্ডগোল ও রক্তপাত হয়ে থাকে। এভাবে প্রকৃত উদ্দেশ্য হাছলি হয় না। বরং এসব নির্বাচন ভোটবাজারে পরিণত হয়। যেখানে ভোট বচোকনো চলে এবং সব মথিয়া প্রপাগান্ডা চলে। সমাপ্ত [দৈনিক আল-জাজরি, সংখ্যা- ১১৩৫৮]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা খলিফা তিনটি প্রদ্বতরি কোন একটির মাধ্যমে এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন।

এক: আহলে হলিল ও আকদ এর পক্ষ থেকে মনোনীত বা নির্বাচতি হয়। উদাহরণতঃ আবু বকর (রাঃ) এর খলিফত। তাঁর খলিফত আহলে হলিল ও আকদ এর মনোনয়ন ও নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর সমস্ত সাহাবী তাঁর খলিফতের পক্ষে ঐক্যমত পোষণ করেন, তাঁর হাতে বায়াত করেন এবং তাঁর খলিফতের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

অনুরূপভাবে উসমান বনি আফফান (রাঃ) এর খলিফতও এভাবে সাব্যস্ত হয়েছিল। উমর (রাঃ) তাঁর পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করার জন্য শীর্ষস্থানীয় ছয়জন সাহাবীর সমন্বয়ে একটি পরামর্শসভা গঠন করেছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে আব্দুর রহমান বনি আওফ মুহাজিরি ও আনসারদের সাথে পরামর্শ করলেন। যখন দেখলেন যে, লোকেরা উসমান (রাঃ) কে চাচ্ছে তখন তিনিই প্রথম তাঁর হাতে বায়াত করেন। এরপর ছয়জনকে অবশিষ্ট সাহাবীগণও তাঁর হাতে বায়াত করেন। এরপর মুহাজিরি ও আনসারগণ তাঁর হাতে বায়াত করেন। এভাবে আহলে হলিল ও আকদ এর মনোনয়ন ও নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁর খলিফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অনুরূপভাবে আলী (রাঃ) এর মনোনয়ন ও নির্বাচনও অধিকাংশ আহলে হলিল ও আকদ এর মনোনয়ন ও নির্বাচনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল।

দুই: পূর্ববর্তী খলিফার দ্বারা প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে খলিফত প্রতিষ্ঠিত হওয়া। অর্থাৎ পূর্ববর্তী খলিফা সূর্যদৃষ্টিভাবে কাউকে তাঁর পরবর্তী খলিফা হিসেবে প্রতিশ্রুতি দিবেন। এর উদাহরণ হচ্ছে- উমর (রাঃ) এর খলিফত। তাঁর খলিফত আবু বকর (রাঃ) এর দ্বারা প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছিল।

তিনি: শক্তি ও আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে। অর্থাৎ কউে যদি তার অস্ত্র ও ক্ষমতা বলে তাকে মনে নতি মানুষকে বাধ্য করে এবং স্থিতিশীলতা আনতে সক্ষম হন সেক্ষেত্রে তার আনুগত্য করা অপরহির্য, তিনি মুসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন। উদাহরণতঃ কিছু কিছু উমাইয়া খলিফা ও আব্বাসী খলিফা এবং তাদের পরবর্তীতে কিছু কিছু খলিফা এভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন। এটি শরিয়ত বিরোধী, বআইনী পদ্ধতি। কারণ অন্যায়ভাবে, জোরজবরদস্তি করে ক্ষমতা দখল করা হয়েছে। তবে উম্মতের একজন শাসক থাকুক সে মহান কল্যাণের দিক এবং দেশের নিরাপত্তা বহিষ্ণতি হওয়ার মত সাংঘাতিক অকল্যাণের দিক বিবেচনা করে জোরপূর্বক ও অস্ত্রবলে ক্ষমতা গ্রহণকারী আল্লাহর দ্বারা শরিয়ত অনুযায়ী শাসন করলে তার আনুগত্য করতে হবে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: যদি কোন লোক বদ্রোহ করে ক্ষমতা দখল করে নেয় তাহলেও তার আনুগত্য করা মানুষের

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

উপর ওয়াজবি। এমনকি সে ক্ষমতাগ্রহণ যদি জিবরদস্তমূলক হয়; মানুষের অসম্মততি হয় তবুও। কারণ সতৌ ক্ষমতা নিয়েই ফলেছে।

এর পক্ষে যুক্তি হচ্ছে- এই যে ব্যক্তি ক্ষমতা দখল করে ফলেছে তার সাথে যদি ক্ষমতা নিয়ে টানাটানি করা হয় তাহলে মহা অঘটন ঘটে যাবে। যমেনটি ঘটেছে বনি উমাইয়া রাষ্ট্রে। সুতরাং কড়ে যদি জিবরদস্তি করে ও প্রভাব খাটিয়ে করে ক্ষমতা নিয়ে নিয়ে তাহলে সে খলফা হয়ে যাবে, তাকে খলফা ডাকা হবে এবং আল্লাহর নর্দশে পালনার্থে তার আনুগত্য করতে হবে। সমাপ্ত। [শরহুল আকদি আল-সাফারনিয়া, পৃষ্ঠা-৬৮৮]

এ বিষয়ে আরও বিস্তারতি, রাষ্ট্রীয় কর্মনীতি ও কর্মের কাঠামো জানতে পড়ুন আবুল হাসান আল-মাওয়ারদি আল-শাফয়েি এর ‘আল-আহকাম আল-সুলতানিয়া’ এবং আবু ইয়ালা আল-ফাররা আল-হাম্বলি এর ‘আল-আহকাম আল-সুলতানিয়া’ এবং আল-কতিতানি এর ‘আত-তারতবি আল-ইদারিয়া’। এই গ্রন্থে অতিরিক্ত অনেকে জ্ঞান ও তথ্য রয়েছে।

আল্লাহই ভাল জানেন।